দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ...

২০০২ সালের পাঠ্য বই ছেপে প্রশংসা কুড়ালেও প্রকাশকদের ৭ কোটি টাকা এখনও আটকা আছে

শরীফুজ্জামান পিন্টু ॥ সরকার নির্ধারিত ডেটলাইনে ২০০২ সালের পাঠ্যবই ছাপার কাজ শেষ করে প্রশংসা কুড়ালেও দেশের ১৫৮টি প্রকাশনা সংস্থার সাড়ে সাত কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আটকে রেখেছে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গাফিলতি করে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন না নিয়ে বই ছাপার কার্যাদেশ দেয়ায় উদোর পিণ্ডি বুধোর

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

২০০২ সালের পাঠ্য

(প্রথম পাতার পর)

ঘাড়ে পড়ছে। এনসিটিবির ভুলের খেসারত দিচ্ছেন প্রকাশকরা। সালফিতার দৌরাত্ম্যের কাছে জিম্মি হয়ে তাঁরা মন্ত্রী, সচিবসহ দ্বারে দ্বারে ঘুরে কেবল আজ না কাল বলে আশ্বাসই পাচ্ছেন। ব্যাংকলোন বা দাদন নিয়ে কাজ করা প্রকাশকরা পড়েছেন চরম বিপাকে। গত চার মাস ধরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিল না দিয়ে কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত চালাচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন না নিয়ে বই ছাপার নির্দেশ দেয়ায় বিল সংক্রান্ত এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বিলের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকার বেশি হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু বিলের পরিমাণ দশ কোটি টাকা হলেও এনসিটিবি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমোদন নেয়নি। বই ছাপা ও বিতরণ শেষ হবার পর ভূতাপেক্ষা অনুমোদনের জন্য বিলটি প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী এই বিলে স্বাক্ষর করেননি এবং স্বাস্থ্য সচিব মোঃ ফজলুর রহমানকে বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট দেবার কথা থাকলেও দু'মাস পর গত ১৬ এপ্রিল স্বাস্থ্য সচিব প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। গত তিন সপ্তাহ ধরে রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে পড়ে আছে। পৃথক একটি সূত্র জানায়, প্রকাশকদের যে গ্রুপটি কাজ পায়নি তারা এই বিল যাতে পরিশোধ করা না হয় সেজন্য প্রভাব খাটাচ্ছে।

জানা যায়, এনসিটিবি ভুল করে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন না নিয়েই টেন্ডার আহ্বান করে এবং বই ছাপার জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়। প্রধানমন্ত্রীর যে অনুমোদন নেয়া হয়নি তা প্রকাশকরা জানতেন না এবং বিষয়টি তাঁদের জানার কথাও নয়। বইয়ের মালিক হিসাবে এনসিটিবির সঙ্গে প্রকাশকদের সব ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। সাধারণত বই ছাপার কাজ শেষ হবার পর পরই এনসিটিবি প্রকাশকদের বিল দিয়ে দেয়। পরে তা দাতা সংস্থা ও সরকারের দেয়া অর্থের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়। কিন্তু গত জানুয়ারির মধ্যে সব বই ছাপা ও বিতরন শেষ হলেও চার মাস ধরে প্রকাশকরা বিলের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। সর্বশেষ গত ১৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রকাশকদের বিল পরিশোধের অঙ্গীকার করেন। ইতোমধ্যে মে মাসের ১০ তারিখ পার হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আতাউল হক মোল্লার কাছে সর্বশেষ অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রকাশকদের বিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তবে কবে নাগাদ এই প্রক্রিয়া শেষ হবে তা তিনি তাৎক্ষণিক বলতে পারেননি।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর খন্দকার আব্দুল হান্নান বলেন, খুব শীঘ্রই এই জটিলতার অবসান হবে বলে তিনি আশাবাদী। চেয়ারম্যান স্বীকার করেন যে, ভুলটি করেছে এনসিটিবি এবং সেজন্য প্রকাশকদের শাস্তি হতে পারে না। তাদের বিল যত দ্রুত সম্ভব পরিশোধ করা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান রাব্বানী জকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশকদের বিল দিয়ে তাদের হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি বলেন, পদ্ধতিগত ত্রুটি করেছে এনসিটিবি এবং সেজন্য প্রকাশকরা সাফার করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, গত দু'বছর প্রকাশকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সময়মতো বই প্রকাশ করে যাচ্ছেন। বিল পাবার ব্যাপারে তাঁরা এ ধরনের অহেতুক দুর্ভোগ প্রত্যাশা করেন না।